দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 29 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

ছাত্রলীগের দুই নেতার অস্ত্র-মহড়ায় তোলপাড়

পুলিশ ছিল দর্শক

আত্মরক্ষায় তারা এটা করেছে : মেয়র খোকন

বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে : পুলিশ

হাবিব রহমান ●

রাজধানীর গুলিস্তানে ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করার সময় দুই ছাত্রলীগ নেতার প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়ার ছবি গতকাল শুক্রবার গণমাধ্যমে আসায় এ নিয়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। অস্ত্র হাতে যাদের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে তারাও এখন আলোচনায়। এ দুই ছাত্রলীগ নেতা হলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন ও ওয়ারী থানা ছাত্রলীগের সভাপতি আশিকুর রহমান।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, যে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তারা বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলিস্তান পাতাল মার্কেট এলাকায় মহড়া দেন, সেগুলো অবৈধ। র‍্যাব-পুলিশের সামনেই এ দুই ছাত্রলীগ নেতা অস্ত্র দেখিয়ে হকারদের ভয় দেখান। কয়েক রাউন্ড গুলিও ছোড়েন। তবে এ ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত পুলিশ কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, থানায় কোনো মামলাও হয়নি।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের মতিঝিল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিসি মোহাম্মাদ তারেক বিন রশিদ আমাদের সময়কে বলেন, তাদের অস্ত্র বৈধ না অবৈধ সে ব্যাপারে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। এরপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

গুলিস্তানে গত বৃহস্পতিবার ডিএসসিসির উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে অস্ত্র উঁচিয়ে ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির (গোলাপি জামা) এবং পাশে ছাত্রলীগের ওয়ারী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক আশিকুর ● সংগৃহীত

ছাত্রলীগের দুই নেতার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গুলিস্তানে ওই সংঘর্ষের ঘটনায় কোনো পক্ষই মামলা করতে আসেনি। অন্যদিকে গণমাধ্যমে অস্ত্রহাতে যাদের ছবি এসেছে তাদের বিরুদ্ধেও কোনো মামলা হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, র‍্যাব-পুলিশের সামনে এভাবে অস্ত্রের মহড়া দিলেও তারা কোনো অ্যাকশনে যায়নি। ছাত্রলীগ নেতা হওয়ায় তাদের আটকও করা হয়নি। এদিকে এ বিষয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয়।

জানা গেছে, বংশাল থানাধীন সিদ্দিকবাজার এলাকায় সাব্বির হোসেনের অফিস আছে। সেই অফিসে নিয়মিত আড্ডা জমে অস্ত্রবাজদের। পুরান ঢাকায় সাব্বিরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, সাব্বির বংশাল থানা ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়ার মাসখানেক পরই মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হয়ে যান। এর আগে তিনি ছাত্রলীগকর্মী হিসেবেও কাজ করেননি। আশিকুর রহমান সম্পর্কে সাব্বিরের ভাগ্নে হিসেবে পরিচিত। আশিকুর রহমানও ছাত্রলীগের তৃণমূলের রাজনীতি করেননি। তারা দুজনই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সাব্বির হোসেন [redacted] এসএসসিতে অকৃতকার্য হন। ২০০৯ সালে তিনি ওয়ারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। ২০১১ সালে স্টামফোর্ড কলেজ থেকে পাস করেন এইচএসসি। পরে ২০১২ সালে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। পাসপোর্ট অনুযায়ী তার জন্ম ১৯৯০ সালের ১২ অক্টোবর। সেই হিসাবে বর্তমান বয়স ২৬ বছর। পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্স পেতে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়সী হতে হয়। সেই হিসাবে সাব্বিরের অস্ত্রটি অবৈধ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পুরান ঢাকার বংশাল এলাকায় নিজেকে মেয়র সাঈদ খোকনের ঘনিষ্ঠজন পরিচয় দিয়ে ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে সাব্বিরের বিরুদ্ধে।

অস্ত্রের মহড়ার বিষয়ে জানতে সাব্বির হোসেন ও আশিকুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সূত্র জানায়, গতকাল গণমাধ্যমে ছবি প্রকাশ হওয়ার পর এই দুজনকে একটু আড়ালে থাকতে বলেছেন তাদের নিয়ন্ত্রণকারী নেতারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন আমাদের সময়কে বলেন, সাব্বির ও আশিকুর গুলি করেছে কিনা তা আমি দেখিনি। বৈধ অস্ত্র দিয়ে যদি কেউ গুলি করেও থাকে তা দোষের নয়। বরং আত্মরক্ষার জন্য তারা যা করেছে সেটি সমর্থনযোগ্য। তবে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুঃসাহস যেন কেউ না দেখাতে পারে সেজন্য কঠোর হাতে দমন করা হবে।

এদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ বলেন, আমরা বিষয়টি দেখেছি। ওই ঘটনার তদন্ত করা হবে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলিস্তানে ফুটপাতের অবৈধ দোকান উচ্ছেদের সময় হকারদের সঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কর্মচারী ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টাধাওয়া এবং সংঘর্ষ হয়। ওই সময় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। তখন ছাত্রলীগ নেতা সাব্বির হোসেন ও আশিকুর রহমানের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়। তারা দুজনসহ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হকারদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এদিকে ঘটনাস্থলের অদূরে র‍্যাব-পুলিশ সদস্যরা অবস্থান করলেও কোনো ধরনের অ্যাকশনে যাননি।